সাংবাদিক মাহাবুব চান্দুর মামলা খারিজ, উচ্চ আদালতে করবেন আপিল

মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর দায়ের করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের একটি মামলা খারিজ করে দিয়েছেন ট্রাইবুনাল আদালত।

বর্তমান সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন কয়েকটি ধারা রেখে আইনটি বাতিল করায় আদালত মামলাটি খারিজ করেন। তবে মামলার বাদী উচ্চ আদালতে খারিজের বিরুদ্ধে আপিল করবেন বলে জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার খুলনার বিভাগীয় স্পেশাল সাইবার ট্রাইবুনাল আদালতের বিচারক মমিনুন নেসা শুনানি শেষে মামলাটি খারিজ করে দেওয়ার আদেশ দেন।

২০২৩ সালে মাহবুব চান্দু ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮—এর ২৪/২৫(১)(ক)/২৫(১)(খ)/২৫(২)/২৯/৩১/৩৫ ধারায় মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র মোতাসিম বিল্লা মতু, সাইফুল বাহার স্বাধীন, মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিন, শামীম হাসান সোহাগ, তৌহিদুল ইসলাম লিওন, সৌমিক এবং এস. এম. মেহরাব হোসেনকে আসামি করে মামলাটি দায়ের করেন।

কিছুদিন আগে বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কয়েকটি ধারা ব্যতিত আইনটি বাতিল করলে আদালত শুনানির পর মামলাটি খারিজ করে দেন।

মামলার বাদী মাহাবুব চান্দু বলেন, কোনো আইন বাতিল বা স্থগিত করা হলে পূর্বের মামলাগুলো চলমান থাকার কথা। কিন্তু বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের একটা অধ্যাদেশে সাইবার নিরাপত্তা আইনের কিছু ধারা বাতিল করেছে। আমার মামলার অভিযোগ ইতোমধ্যে পিবিআই কুষ্টিয়া তদন্ত করে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। তা স্বত্বেও মামলাটি কি কারণে বাতিল হলো সেটি জানতেই উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হবো।

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত কার্যক্রম সক্রিয়করণে সমন্বয় সভা

মেহেরপুরে বাংলাদেশ গ্রাম আদালত কার্যক্রম সক্রিয়করণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বিচারিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনসচেতনতা তৈরিতে প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয় অংশীজনদের সাথে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুরের স্থানীয় সরকার উপ-পরিচালক মো: তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

প্রকল্পের জেলা ম্যানেজার আছাদুজ্জামান গ্রাম আদালত কার্যক্রম নিয়ে মেহেরপুরের তিন উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদের অগ্রগতির চিত্র তুলে উপস্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বিচারিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য অংশীজনদের ভূমিকার গুরত্ব তুলে ধরেন।

এসময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আশাদুল ইসলাম, জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, পলাশীপাড়া সমাজকল্যান সমিতির নির্বাহী পরিচালক মোশাররফ হোসেন ।
বক্তারা বলেন, গ্রাম আদালত কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কাছে এখনো তথ্য পৌছায়নি। বিভিন্ন সেমিনার, মিটিং, লিফলেট এবং মাইকিংয়ের মাধ্যমে জহনসাধারণের মাছে প্রচারনা চালানোর আহবান জানান।

জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বলেন, প্রতিনিয়ত ছোট ছোট সমস্যা নিয়ে সাধারণ মানুষ আমাদের কাছে আসেন। অথচ সেগুলো অনায়াসেই গ্রাম আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে গ্রাম আদালত কার্যক্রমকে গতিশীল করতে আপনারা যারা অংশীজন রয়েছেন তাদের বিষয়টিতে মনিটরিং করতে হবে।

ঝিনাইদহে গ্রাম আদালত বিষয়ে সমন্বিত পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা

গ্রাম আদালত সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অতি সহজে বিরোধ ও বিবাদ নিষ্পত্তির করতে ঝিনাইদহে সমন্বিত পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ কর্মশালার আয়োজন করে বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ ৩য় পর্যায় প্রকল্প।

এতে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক রথীন্দ্র নাথ রায়, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ.বি.এম. খালিদ হোসেন সিদ্দিকী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুর রহমানসহ জেলার বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি ও সংবাদ কর্মীরা অংশ নেয়।

কর্মশালায় গ্রাম আদালতের কার্যক্রমকে তৃণমূল পর্যায়ে আরও গতিশীল করতে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের প্রশিক্ষণ, প্রচারমূলক কার্যক্রম জোরদার ও জনগণের মধ্যে আস্থা সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

গাংনীতে ট্যাপেন্ডাল ট্যাবলেটসহ আটক-১

৯ পিচ নিষিদ্ধ ঘোষিত ট্যাপেন্ডেল ট্যাবলেটসহ মিনারুল উদ্দীন
(২৮) নামের এক যুবককে আটক করেছে গাংনী থানার এলাঙ্গী ক্যাম্পের পুলিশের একটি টিম।

মিনারুল উদ্দীন গাংনী উপজেলার বাথানপাড়া গ্রামের জামাল উদ্দীনের ছেলে।

গতকাল মঙ্গলবার সকারের দিকে এলাঙ্গী ক্যাম্পের এএসআই দেবদাশ কুমার দেবনাথের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম তার বাড়িতে গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে অভিযান চালিয়ে মিনারুলকে আটক করে। এসময় তার কাছ থেকে ৯ পিচ ভারতীয় ট্যাপেন্ডাল ট্যাবলেট জব্দ করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা দিয়ে আটককৃত মিনারুল উদ্দীনকে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীর রাইপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্পাদক সাগর গ্রেফতার

বিশেষ ক্ষমতা আইনে পুলিশের দায়ের করা মামলার অন্যতম আসামি গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সাগর হোসেন (৪০) কে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

সাগর হোসেন গাংনী উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামের সরোয়ার হোসেনের ছেলে।

মেহেরপুর সেনাবাহিনীর একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, সম্প্রতি গাংনী উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামে আওয়ামীলীগ ও

তার অঙ্গ সংগঠণের নেতাকর্মীরা জড়ো হয়ে সরকার বিরোধী গোপন মিটিং করার অপরাধে একটি মামলা হয়। সে মামলার এজাহার নামীয় আসামি সাগর হোসেন। তাকে মঙ্গলবার দুপুরের দিকে আদালতে নেওয়া হলে তাকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন বিজ্ঞ বিচারক।

সাংবাদিকের বাড়িতে চুরি ও পরোক্ষভাবে হত্যা চেষ্টার অভিযোগে মামলা

মেহেরপুর সদর উপজেলার মল্লিকপাড়ায় দৈনিক কালবেলার জেলা প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফির বাড়িতে প্রকাশ্য দিবালোকে বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দুর্ধর্ষ চুরি ও পরোক্ষভাবে হত্যার চেষ্টা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

এ ঘটনায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে মেহেরপুর সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মেহেরপুর সদর থানায় ১৭ জুন ২০২৫ তারিখে দায়েরকৃত মামলাটি ১২ নম্বর মামলা হিসেবে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ঘটনার সময় সাংবাদিক রাফি বাড়ির বাইরে অবস্থান করছিলেন এবং উপরের তলায় তার বৃদ্ধ মা ও ছোট ভাই ছিলেন। ১৫ জুন বেলা আনুমানিক ১২টা ৪৫ থেকে ২ টার মধ্যবর্তী সময়ে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে তাদের বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় দুর্বৃত্তরা। দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ না থাকায় তারা বিষয়টি প্রথমে এলাকা ভিত্তিক লোডশেডিং বলে ভেবেছিলেন। পরবর্তীতে তারা দেখতে পান বাড়ির মেইন গেটের পাশে থাকা বিদ্যুৎ মিটারের তার কেটে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। বিচ্ছিন্ন করা বৈদ্যুতিক তার সংযোগসহ বাড়ির প্রধান ফটোকে জুড়ে দেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে চুরি হয়েছে ৮ হাজার ২০০ টাকা মূল্যের বিদ্যুৎ সংযোগের তার ও ৩৫ হাজার টাকা বাজার মূল্যের তিনটা ছাগল।

মামলার বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ নিশ্চিত করে বলেছেন, অভিযোগটি গ্রহণ করে তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য এর আগে গত ১৬ জুন সোমবার ঘটনার বিস্তারিত দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল ১৫ জুন রবিবার মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ায় দৈনিক কালবেলার জেলা প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফির বাড়িতে রহস্যজনক ও প্রাণঘাতী একটি চুরির ঘটনা ঘটেছে। বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে সংঘটিত এই চুরিকে নিছক চুরি নয়, বরং সাংবাদিককে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভয়ভীতির মাধ্যমে থামিয়ে দেওয়ার একটি সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা হিসেবে দেখছেন সচেতন মহল।

তবে যা সবচেয়ে ভয়াবহ, তা হলো — চুরির পর বাড়ির বৈদ্যুতিক লাইনের তার গেটের উপর থাকা লোহার তারকাটায় সংযুক্ত করে রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। এটি যেকোনো সময় প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার কারণ হতে পারত। এ কারণে এটি শুধু চুরি নয়, বরং একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিককে ভয় দেখানোর জন্য পরিকল্পিত মৃত্যুফাঁদ বলেই ধারণা করছেন এলাকাবাসী।

মেহেরপুরে দুটি পানির বাজারজাতকরণ প্রতিষ্ঠানের জরিমানা ও স্থগিতাদেশ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া এলাকায় ভেজাল ও অনিয়মের অভিযোগে ‘ফ্রেশ লাইফ ড্রিংকিং ওয়াটার’কে ২০ হাজার টাকা জরিমানা এবং ‘হালাল ড্রিংকিং ওয়াটার’কে বাজারজাতকরণ স্থগিতের নির্দেশ দিয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান দুটিতে এ অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

অভিযানে সহযোগিতা করেন মেহেরপুরের নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো.

রিয়াজ মাহমুদ, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. তারিকুল ইসলাম এবং পুলিশের একটি টিম।

মামুনুল হাসান জানান, ‘ফ্রেশ লাইফ ড্রিংকিং ওয়াটার’ নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৪৩ ধারায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিকে ত্রুটি সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও ‘হালাল ড্রিংকিং ওয়াটার’ নামের আরেকটি প্রতিষ্ঠানকে বৈধ কাগজপত্র না থাকার কারণে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে সাধারণ জনগণকে প্রতিষ্ঠানটির পানি না কেনার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

মুজিবনগরে পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ গ্রেফতার ৬

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বিশেষ অভিযানে পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ।

রবিবার (১৫ জুন) রাত থেকে সোমবার (১৬ জুন) ভোর পর্যন্ত মুজিবনগর থানা পুলিশের পরিচালিত ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন দর্শনার মৃত আনছার আলী বিশ্বাসের ছেলে মো. আতিয়ার রহমান (৪৩), মোনাখালী পূর্বপাড়ার মো. তুফান মণ্ডলের ছেলে মো. মনিরুল ইসলাম (৪২), রাজবাড়ীর গোয়ালন্দের হানিফ মণ্ডলের ছেলে আজিজুল হাকিম, মো. আক্কাছ আলীর ছেলে মো. রবিউল আউয়াল (২৫), সুনীলের ছেলে শান্ত কুমার (২৮), মো. আলমাছ হাওলাদারের ছেলে আলিম হাওলাদার (২০)।

গ্রেফতারকৃতদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের ধরতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে

জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

মুজিবনগরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বিশেষ অভিযানে এক আসামিকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ।

শুক্রবার (১৩ জুন) রাত থেকে শনিবার (১৪ জুন) ভোর পর্যন্ত মুজিবনগর থানা পুলিশের পরিচালিত ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামি হলেন মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর গ্রামের মৃত সাত্তারের ছেলে মো. শহীদুল ইসলাম (৪৫)।

তার বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় দায়েরকৃত এফআইআর নং-০৯, তারিখ ১০ জুন ২০২৫; জি.আর. নং-৬৩, তারিখ ১০ জুন ২০২৫ অনুযায়ী রাত ৭টা ৫৫ মিনিটে মামলা রুজু করা হয়। মামলায় তার বিরুদ্ধে পেনাল কোড ১৮৬০-এর ধারা 143/324/325/323/307/379/34/506(2) অনুযায়ী অভিযোগ আনা হয়েছে।

গ্রেফতারের পর আসামিকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জানিয়েছে, জেলার সার্বিক শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এ ধরনের বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে।

সিঙ্গাপুর ফেরত যুবকের মালামাল

লুট: মেহেরপুরে ৫ ডাকাত গ্রেফতার

সিঙ্গাপুর থেকে দেশে ফেরা এক প্রবাসীর মালামাল লুটের ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যে মেহেরপুরে অভিযান চালিয়ে পাঁচ ডাকাতকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ডাকাতদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত বিদেশি পণ্য ও মোবাইলসহ বিভিন্ন মালামালও উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, গত ১১ জুন রাত আনুমানিক ৩টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার কোলা-আশরাফপুর কড়ইতলা সড়কে অটোরিকশাযোগে বাড়ি ফেরার সময় সিঙ্গাপুরফেরত মো. ইউসুফ আলী (২০) এবং তার নানা মো. রেজাউল হক ইজারুল (৫৭) ডাকাতদের কবলে পড়েন। ৬-৭ জন ডাকাত দেশীয় অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ইউসুফের কাছে থাকা সিঙ্গাপুরের ৬৭ ডলার, তিনটি মোবাইল ফোন, চার্জার লাইট, বিদেশি চকলেট, সাবান, শ্যাম্পু, বডি স্প্রে, পেইন রিলিফ মলম, টুথপেস্ট ও সিটি গোল্ডের একটি নেকলেস লুট করে। এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় মামলা রুজু হলে পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান চালায়। পরদিন ১২ জুন সদর ও মুজিবনগর থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাঁচ ডাকাতকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন: মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের আমজাদ সরদারের ছেলে বাবু ওরফে বাবুল(৪০), জামিরুল (২৬), মৃত মকছেদ মন্ডলের ছেলে বাবুল (৫১), সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের খোকন পাইকের ছেলে দিপন পাইক (৩৫), নুরপুর গ্রামের রুবেলের ছেলে মোঃ রাব্বী (২০)।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি রেডমি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল, তিনটি সাবান, দুইটি ডাভ শ্যাম্পু, তিন প্যাকেট চকলেট, দুটি বডি স্প্রে, তিনটি ব্যথানাশক মলম, একটি টুথপেস্ট, একটি ফেসওয়াশ, একটি চার্জার লাইট ও একটি সিটি গোল্ড নেকলেস।

পুলিশ আরও জানায়, গ্রেফতার বাবু ওরফে বাবুলের বিরুদ্ধে চোরাচালান, নারী নির্যাতন, বিস্ফোরক, ডাকাতি ও গুরুতর জখমসহ মোট ৯টি মামলা রয়েছে। দিপন পাইকের বিরুদ্ধে মাদক, দস্যুতা ও চুরির ৩টি এবং জামিরুলের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে ও ডাকাতির প্রস্তুতির ২টি মামলা রয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, এ ঘটনায় অন্যান্য আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।